R.N No. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
১০ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৬ই শ্রাবণ ১৪২১
২৩শে জুলাই, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুরে তৃণমূলে রদবদলে ক্ষুব্ধ কর্মীরা কুশপুত্তলিকা দাহ করবে নুরুল হাজির

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূল কংগ্রেসে ব্যাপক রদবদলে জেলা ও মহকুমার কর্মীরা স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ। জেলার প্রথম সারির নেতারা কেউ নতুন কমিটিতে স্থান পাননি। সুব্রত সাহা, মহঃ আলি, সাগির হোসেন, উৎপল পাল ইত্যাদিদের ছেঁটে দেয়া হলো। একইভাবে রঘুনাথগঞ্জ –১ ব্লক সভাপতি তাঞ্জিলুর রহমানকে বাদ দিয়ে দায়িত্ব দেয়া হলো উমরপুরের বাসিন্দা বাবলু সেখকে। তেমনি রঘুনাথগঞ্জ –২ ব্লকের সভাপতি চয়ন সিংহরায়কে বাদ দিয়ে ঐ পদের দায়িত্বে এলেন জনৈক ওয়াজেদ মাষ্টার। রঘুনাথগঞ্জ –১ টাউন সভাপতির দায়িত্ব পেলেন ঐ পদের নিষ্ক্রিয় কর্মী গৌতম রুদ্র। দু'বছর আগে পার্টি অফিস তৈরীর নামে শহরের ব্যবসায়ী ও ডাক্তারদের কাছ থেকে জুলুম করে টাকা আদায়ের অভিযোগে গৌতমকে পদ থেকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়। পার্টির ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা জঙ্গিপুরের প্রথম সারির নেতা সেখ মহঃ ফুরকান সক্রিয় হন। আরো খবর, ফুরকান সাহেবের তদারকিতে ঐ পদে রঘুনাথগঞ্জের স্টুডিও ব্যবসায়ী অমরনাথ চ্যাটার্জীর নাম বারবার উঠে আসে। কিন্তু শেষযাত্রায় ফুরকানের ইচ্ছা পূরণ হলো না। পাশাপাশি রঘুনাথগঞ্জ –২ এর জঙ্গিপুর এলাকার ১২টি ওয়ার্ডের দায়িত্ব পেলেন আসরাফুল সেখ। জেলার ২৬টি ব্লকের মধ্যে ২০টিতেই (শেষ পাতায়)

প্রিন্সিপালের পেনশন নিয়ে টেনশন এখনও কাটেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডঃ আবু.এল শুকরানা মণ্ডল গত ২০১৩-র ডিসেম্বরে অবসর নিলেও এখন পর্যন্ত তার পেনশন চালু হয়নি। অনুসন্ধানে জানা যায়। তিনি দায়িত্বে থাকাকালীন সব ক্ষেত্রে একটা এলোমেলো আবহাওয়া তৈরি করেন। আর তার ইন্ধন যোগায় কলেজেরই কয়েকজন অফিস স্টাফ। ডঃ শুকরানার বিরুদ্ধে অভিযোগ––তিনি মাসের মধ্যে দশ দিন কোলকাতা-কল্যাণী-বহরমপুর কলেজের কাজে ট্যুর দেখিয়ে গাড়ী ভাড়া এবং টি.এ. বিল আদায় করেছেন। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেছেন কোন রকম রেজুলিউশন ছাড়া। সরকারি গ্রান্টের কয়েক কোটি টাকা জমা রেখেছেন কলেজের কারেন্ট এ্যাকাউন্টে বিনা সুদে। কোন কাজে কখন কোথায় গেছেন তার কোন বিবরণ উল্লেখ নেই। শুধু টাকা খরচের হিসাব আছে ক্যাশিয়ারের কাছে। বর্তমান গভঃ বডির কাছে তিনি বিল্ডিং (শেষ পাতায়)

ঈদলফেতর উৎসব সার্থক করতে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামী ঈদলফেতর উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে পালনের উদ্দেশ্যে রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি. সৈয়দ রেজাউল কবীর স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে ১৯ জুলাই এক অনুষ্ঠান করেন। এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও পৌর এলাকা থেকে মসজিদের ইমাম, এলাকার মোড়ল, মাতব্বর, ফায়ার ব্রিগেড, ইলেকট্রিক সাপ্লায়ের আমলারা এবং জনপ্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উমরপুর ও জঙ্গিপুর রোড স্টেশনে রাতে নামা লোকজন যাতে চলাচলের নিরাপত্তা পান, তাদের টাকাপয়সা ছিনতাই না হয় (শেষ পাতায়)

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদল কলেজ ঘুরে গেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মহিলা প্রতিনিধি ১৮ জুলাই জঙ্গিপুর কলেজ পর্যবেক্ষণ করে গেলেন। তাঁরা বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে ও ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে পৃথকভাবে মিলিত হন। কলেজের রিডিং রুম, লাইব্রেরী ইত্যাদি ঘুরে দেখেন। শিক্ষক পরিকাঠামো নিয়েও (শেষ পাতায়)

জলে ডুবে দুই ছাত্রের নিছক মৃত্যু––পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর দুই ছাত্র দুর্গাদাস চক্রবর্তী (১৫) ও সায়ন্তন সরকার (১৪) স্কুল যাওয়ার নাম করে ড্রেস পরে বাড়ী থেকে বার হয়ে ১৮ জুলাই আর বাড়ী (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৪২১

স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা

মনুষ্য সমাজে স্বার্থপরতা ও পরার্থ-পরতা দুই গুণই মনুষ্যের মনমধ্যে বিরাজমান। শুধুমাত্র পশু ও মানবেতর জীব সম্পূর্ণভাবে স্বার্থপর। স্বস্বার্থ সিদ্ধির দ্বারা তাহারা নিজেকে রক্ষা করিতেই শেখে। কোন পশু কখনও নিজ খাদ্য, নিজ বাসস্থান অপরকে দান করে না, করিবার ইচ্ছাও পোষণ করে না। কিন্তু মনুষ্য সমাজে আত্মোৎসর্গ দ্বারা অপরের উপকার করিবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাই বলিয়া একথা মনে করিবার কারণ নাই যে সকল মানুষই পরার্থপর। মনুষ্য সমাজে এই প্রবচনের ঢল রহিয়াছে যে "আপিন বাঁচলে বাপের নাম"। তবে ঐ রূপ বোধসম্পন্ন মানবকে পশু মনোভাবাপন্ন মানব বলাই শ্রেয়। সদাশয় ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন--ধনানি জীবতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৎজে। 'পরের জন্য যদি আপনাকে উৎসর্গ না করিলে তো করিলে কি।' পশুর মত জীবন ধারণ করিয়া মানুষ বলিয়া নিজেকে জাহির করায় লাভ কি ? সে কারণেই চালাক যাহারা তাহারা অন্যায় বুঝিতে পারিলে সেই অন্যায়কে আবরিত করিয়া তাহার কার্য্যাবলীকে ন্যায় প্রতিপন্ন করিতে বিভিন্ন অজুহাত দিয়া থাকে। দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত 'স্বার্থপরতা বনাম পরার্থপরতা' নামক নিবন্ধে সেই কারণেই লিখিয়াছেন--শয়তানের অপকর্মে'র যখন কৈফিয়ৎ আছে তখন যত অপকর্ম'ই কর না কেন শাস্ত্র পসাদ্যাৎ অনুকূল নজিরের অভাব নাই। তবে একটু চালাকি বিদ্যা জানা থাকা চাই। যে যত চালাক সেই তত কম ঠকে এই আপ্ত বাক্য অনুসরণ করিয়া অন্যকে ঠকিয়ে ধন, মান, যশ সবই করতলগত করিতে সচেষ্ট হয়। মনে মনে ভাবে ধর্ম বা পুণ্য যখন চিত্রগুপ্তের খতিয়ান দেখিয়া ঠিক করার কোন উপায় নাই, তখন তাহার অপকর্ম ধরিবে কে ? এবং তাহাতে লাভই বা কি ? শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দেয় - বলিরাজা সর্বস্ব দান করিয়া শেষ পর্যন্ত পাতালে বন্দী হইয়াছিলেন। আর এক মুনি এক মুঠো ছাতু দিয়াই অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিলেন। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা পরস্পরের বিরুদ্ধে ভাবাপন্ন হইলেও ফায়দাবাজের হাতে পড়িয়া স্বার্থপরতা পরার্থপরতার উপর টেক্কা মারিয়া যশের ও ধনের ধ্বজা উড়াইয়া তোষামোদ-কারীদের বাহবা লইয়া থাকে। স্বার্থপরতা সাফাই হাতের কায়দায় পরার্থপরতার রূপ ধরিয়া লোকরঞ্জন করিয়া চামচাদের হাততালি কুড়ায়। আবার জ্ঞানবানদের চোখে সঠিকরূপ ধরা পড়িলেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এই যে মোহিনীশক্তি--যাহা হয় কে নয় ও নয়কে হয় করে তাহা ভাবের ঘরে চুরি। এই চুরি হয়তো অন্যের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু নিজের বিবেককে ফাঁকি দিতে পারে না। দাদাঠাকুর বলিয়াছেন-ভেজাল মাল অন্যের কাছে সাচ্চা বলিয়া চালানো যত সোজা নিজের বিবেকের কাছে চালানো তত সোজা নয়। সহজ সরল মানুষদের স্বার্থপর কুটিল মানুষ আপাততঃ পরাস্ত করিলেও এবং বোকা বানাইলেও চরমে স্বার্থপরতার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কথায় আছে--

'কেউ মরে বিল ছিঁচে কেউ খায় কৈ।
যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ ॥'

ইহাও বেশীদিন চলে না। ভাবের ঘরে চুরি করিয়া যতই বড় হওয়া যাউক, একদিন না একদিন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। মানুষের কাছে নিজেকে ধরা পড়িতেই হইবে।

বিশ্ব ফুটবল ও বাঙালি

শীলভদ্র সান্যাল

খেল্ খতম !

'ও মন্ত্রী মশাই ! ষড়যন্ত্রী মশাই ! থেমে থাক। ব্যস ! আর যায় কোথায় ! একেবারে মোক্ষম সময়ে গুপী-বাঘার এই একখানা গানের মোক্ষম দাওয়াইয়ে খেল্ খতম ! হাল্লা রাজার সব্বাইকে নিমেষে চুপ করিয়ে দেওয়া। নট্ নড়ন চড়ন ! নো ট্যাঁ-ফোঁ ! এমনি গানের জাদু ! বিশ্বফুটবল ভূতটাই বা কম যায় কীসে ! নইলে কি এমনি এমনি একটা গোটা মাস তামাম আম-বাঙালিকে ফুটবল জাদুতে চুম্বকের মত ধরে রেখে দিলে অ্যাঁ ! তারা ভুলে গেল্ এই গ্রহে মহেন্দ্র সিং ধোনি নামে একজন ক্রিকেটার আছে ! ভুলে গেল্ ট্রেন্ট ব্রিজে মুরলী বিজয় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একটা দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বসে আছে ! ভুলে গেল্ উইম্বল্ডনে হিমশীতল ফেডেরারকে সংহার ক'রে নোভাক জকোভিচ্ জয়োল্লাসে কেমন গ্রাস কোর্টের ঘাস চিবোচ্ছে, অথবা সুন্দরী সানিয়া ডাবল্স্-এর বিশ্ব-র‍্যাঙ্কিং-এ উঠে আসছে পাঁচ নম্বরে ! এমন কি বাঙালির সেই সুদর্শন প্রিয় নায়কের নাটকীয় বিষোদ্গারও তেমন পাত্তা পেলে না !

হায়রে বিশ্বফুটবলের মহিমা !

এমনই মহিমা যে, গোটা বাংলাকে অন্য কোনও দিকে নজর ঘোরাতে না দিয়ে স্রেফ জাদু ক'রে রেখে দিলে। পুরো একটা মাস ! তাও আবার আসরটা বসেছে কোথায় ! না ব্রাজিলে। যে-ব্রাজিল বলতে বাঙালিরা অ-জ্ঞান! হলুদ জার্সি আর সাম্বা ফুটবলে কুপোকাত ! তবে এই ব্রাজিল-প্রেমে ইদানিংকালে অনেকটাই ভাগ বসিয়েছে আর্জেন্টিনা। লাতিন-আমেরিকার পাশাপাশি দু'টি দেশ। ফুটবল বিশ্বে চিরশত্রু। এদিকে পেলে, তো,ওদিকে মারাদোনা ! বাঙালি অবশ্য দু'জনকেই ঘটা ক'রে দেবতার আসনে বসিয়েছে ! যাইহোক। সেই পেলের দেশে এবার বিশ্বকাপ ব'লে কথা। কোথায় ব্রাজিল। কোথায় বাংলা। পৃথিবীর এ-পিঠ ও-পিঠ। তাতে কী ? স্ট্রং মিডিয়ার দৌলতে পৃথিবী এখন হাতের মুঠোয়। বিশ্ব-ফুটবল মানচিত্রে ভারতের স্থান কোথায়--তা নিয়েই বা মাথা ঘামিয়ে লাভ কী ! এ-সব ফালতু ব্যাপারে ফুটবল পাগল বাঙালির কিছু এসে যায় না ! কারও কাছে তার সার্টিফিকেটেরও কোনও প্রয়োজন নেই। সব

(৩ পাতায়)

জঙ্গিপুরের পুরাকথা

হরিলাল দাস

এখন মনে রাখতে হবে যে, জঙ্গিপুরের পুরাকথা আলোচিত হচ্ছে বর্তমান জঙ্গিপুর মহকুমা নাম করণের বহু পূর্বের, কয়েক শতক আগের ইতিহাস নিয়ে। আরও মনে রাখা দরকার, ব্রিটিশ আমলে গঠিত জঙ্গিপুর মহকুমার এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সীমা কয়েকবার কমা-বাড়া হয়েছে। আর কোনও দেশ বা স্থানের ইতিহাসের সঙ্গে তার ভৌগোলিক সীমা নির্ণয় করা, তা মেলানো সহজ নয়। ক্রমে সেসব জানা যাবে।

ঐতিহাসিক মতে পালযুগকে বাংলার স্বর্ণযুগ বলা হয় এই কারণে যে, এই যুগেই আর্যপূর্ব ও আর্য সংস্কৃতি সমন্বিত ও সমীকৃত হয়ে বাঙালি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যদিও এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ঊষা লগ্ন গুপ্ত যুগে, তবু এই রাঢ় বঙ্গে পাল রাজত্বের নিদর্শনগুলো পালযুগকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করেছে। বাংলা ভাষার মধ্যেও এই ইতিহাসের খোঁজ পাওয়া যায়।

পালরাজগণ প্রকৃতই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাই অন্য ধর্মের প্রতি কোনও বিদ্বেষ ছিল না। এই রাঢ় বঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমা বা মূর্তি যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি পাওয়া গেছে নানা বুদ্ধ মূর্তি। সেগুলির সঠিক পরিচয় সাধারণ লোকের জানা না থাকায় কিছু লোকনামে চিহ্নিত হয়েছে--যেমন ভৈরব, রঘুনাথ, রুদ্রদেব ইত্যাদি। আর মূর্তিটি ভাঙা হলে নাম হয়েছে নাককাটি। গিয়াসবাদ থেকে ক্যাপ্টেন লেয়ার্ড এক দ্বাদশভুজ লোকনাথ মূর্তি উদ্ধার করেন।

এখানে বৌদ্ধদর্শন নিয়ে কিছু কথা আবশ্যক। বুদ্ধদেবের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ বলে মান্য করা হয়। ৮০ বৎসর বয়সে তাঁর পরিনির্বাণ লাভের পর, তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় হীনযান নামে পরিচিত। এবং হীনযান পন্থা বৌদ্ধ ধর্মের মূল অপরিবর্তিত রূপ। হীনযানীরা বুদ্ধমূর্তি পূজার্চনা নিন্দনীয় মনে করেন। কিন্তু কয়েক শতক পরে এক ভিন্নমত প্রচলন হয়--মহাযান। ধরা হয় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাগার্জুন এই যানের প্রবর্তক। মহাযানীরা বুদ্ধদেবের ধ্যানী মূর্তি গড়ে পুজোয় বিশ্বাসী। আবার এই মহাযানী ভাবনার রূপান্তর চলতে থাকে শতকের পর শতক। বজ্রযান সহজযান, কালচক্র যান, হিন্দু ধর্মের পরিবেশ ও প্রভাবে তান্ত্রিক-ব্রাহ্মণ্য শক্তি ধর্ম বিবর্তিত হয়ে মিলে মিশে সহজিয়া ইত্যাদি নানা মত প্রচলন হয়। তাই এবার বৌদ্ধ দেবদেবীর কথা।

গুপ্ত ও পাল যুগে বাংলায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলো মহাযান-বজ্রযান স্তরের। তার মধ্যে অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ সবচেয়ে বেশি। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং সূর্যের রূপগুণ নিয়ে এই প্রতিম রূপ। এখানে মহাযান বৌদ্ধের এই ভাবনার কথা বলা চলে। করন্ডব্যূহ মহাযানী গ্রন্থে আছে - বোধিসত্ত্ব নির্বাণ লাভ করে শূন্যে বিলীন হবার পূর্বে বহু প্রাণীর আর্তনাদ শুনতে পেলেন এবং দেখলেন প্রাণী সাধারণ তাঁর অবর্তমানে অসহায় অবস্থায় পড়ে ভীত হয়ে আর্তনাদ করছে। প্রাণীদের এই অবস্থা দেখা তো কেবল চোখের দেখা নয়, এ যে এক অবলোকন।

(৪ পাতায়)

দাদা যা হইয়াছেন

মানিক চট্টোপাধ্যায়

লাজুক চেহারা। ফুলসার্টের হাত বোতামে বন্ধ। পড়নে ধুতি। ঝুলছে কোঁচা। মাঝখানে সিথি। চুলের পরিপাটি বেশ। ভীরু সলজ্জ চাহনী। কিন্তু মা সরস্বতীর কৃপা থেকে বঞ্চিত। বার বার পরীক্ষায় ধরাশায়ী। বাবা রাগে অগ্নিশর্মা। প্রেসারের পারদ বাড়ছে চড়্ চড়্ করে। মা নিরুপায়। অবশেষে ছেলে কু-ঝিঁকে চড়ে পশ্চিমবাংলা ছেড়ে বিহারে এক ছোট্ট শহরে। প্রচুর প্রবাসী বাঙালী। ছোট ছোট টিলা। দূরে পাহাড়। পাহাড়ী ঝর্ণা। শাল-সেগুনের জঙ্গল। সবুজ ঢালু মাঠ। এই ছেলে ক্লাবের ছেলেদের দলে সামিল হয়ে একেবারে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের মহড়ার সামনে। সেখানে অনেক মজার ঘটনা। গোবর গণেশের মত কোঁচা সামলিয়ে দৌড়। অনেক কথা। 'ছন্দবাণী' ক্লাবের সদস্যদের কবিতায় কথা বলা। মিথ্যার ছড়াছড়ি। এর মধ্যেই সেই লাজুক ভীরু নায়কের কণ্ঠে গান :

'চরণ ধরিতে দিও গো আমায়।' নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, এ জলছবি 'দাদার কীর্তি' ছায়াছবির। আপামর দর্শক সেদিন তাঁর অভিনয়ে হয়ে গিয়েছিল মুগ্ধ। সবার মন তিনি সেদিন জয় করে ফেলেছিলেন। এখনও আমাদের বার বার ওই ছবিটা দেখে আশ মিটে না। কিন্তু সেই দাদার এ কোন্ চেহারা ? এ কোন্ রূপান্তর ? কিছুতেই মেলাতে পারছি না। সেই কেদার তো রংবাজ ছিল না। কোমরে পিস্তলও গোঁজা থাকতো না। চন্দননগর তো মস্তান নগর নয়। সেই শহরের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। তাহলে এ কোন্ পশ্চিমবাংলা ? এখানেই রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত-জীবনানন্দ-নেতাজী-দেশবন্ধু-বিদ্যাসাগর-ক্ষুদিরাম-মাতঙ্গিনী হাজরা-সূর্য সেন-আশুতোষ-শ্যামাপ্রসাদ-প্রমুখ তাবড় তাবড় ব্যক্তিত্ব তাঁদের অকৃপণ স্মৃতিতে–গানে–দেশাত্মবোধে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। সেখানে এ ধরনের বিকৃত কণ্ঠস্বর মনকে ছিন্ন করে দেয়। জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে দলমতনির্বিশেষে মানুষ চায় নিরাপত্তা। শান্তি। সম্ভ্রম। সেখানে রাজনীতির চশমা পরে মানুষের মধ্যে মেরুকরণ বড়ই বেদনাদায়ক ও দুর্ভাগ্যজনক। আজ সারা পশ্চিমবাংলা যেন ধর্ষণ-ক্লান্ত। মানুষ আজ বড় অসহায়। দিকে দিকে গড়ে উঠছে প্রতিবাদী মঞ্চ। কিন্তু কী হবে ? ভগবান বোধ হয় নিদ্রা গেছেন। পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মুখে কুলুপ এঁটে। সব কিছুই যেন দুষ্টু খোকা-খুকুদের সাময়িক উচ্ছ্বাস। আসলে নেতারা বোধহয় এটাই চান। প্রসঙ্গত: মনে পড়ে যায় দাদাঠাকুরের একটি বিখ্যাত গানের দু'-তিনটি কলি :

'ভক্ত খোঁজে রাধা কিষ্ট
ধনী খোঁজে আয়রণ চেষ্ট
নেতা বলে আমি শ্রেষ্ঠ
নিত্যই হোক্ আমার জয়।'

বিশ্ব ফুটবল

..... (১ পাতার পর)

খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল ! হক্ কথা। একদিকে নৌকা আর এক দিকে মশাল। একদিকে ইলিশ তো অন্যদিকে চিংড়ি। খাঁটি বাঙালের লড়াইয়ে ফুটবল অ-পরিহার্য তো সেই কবে থেকেই ! বাইরে গিয়ে দেশের ফুটবল যতই ল্যাঙ্ খেয়ে আসুক বাংলার ফুটবলের একটা নিজস্ব ঘরানা আছে। ঐতিহ্য আছে। কবির কথাকে একটু ঘুরিয়ে বলা যেতেই পারে : 'সারা মাঠ জুড়ি যাহারা প্রতাপে ফুটবল খেলে রঙ্গে আমরা বাঙালি বাস করি সেই গোষ্ঠ পালের বঙ্গে।' বিশ্ব ফুটবলের রণাঙ্গনে বাঙালির পা না পড়লেও, সেই উনিশশো এগারোয় উইরোপিয়ান ক্লাবকে হারিয়ে বাঙালির আই-এফ্-এ শীল্ড জয়, আর উনিশশো বাষট্টির এশিয়াডে ফুটবল-সোনা আজও আম-বাঙালির ফুস্‌ফুসে অক্সিজেন সাপ্লাই ক'রে যাচ্ছে।

তো, সেই-বাঙালির বিশ্ব ফুটবল দর্শন। রাত জেগে টি-ভি-র পর্দায় মাছির মত লেপটে থাকা। উত্তেজনার আঁচ পোয়ানো, আর বোনাস হিসেবে ব্রাজিলীয় কৃষ্ণাঙ্গ সুন্দরীদের প্রায়-নগ্ন এমন হাইভোল্‌টেজ নাচ দেখার সুযোগ পাওয়া যে টীন্ এজাররা তো বটেই বুড়ো হাড়েও ফুল ফুটতে বাধ্য।

সে যাই হোক দু'চোখে গাঢ় কালিমা লেপে রাতের ঘুম-কাড়া বিশ্বফুটবলের জন্য তামাম বাঙালির এহেন কৃচ্ছসাধন আর কিছুতে হয় কিনা সন্দেহ। এক্ শারদীয়া দুর্গা-পূজা ছাড়া বাঙালির এমন আপাদমস্তক সংক্রমণ আক্ষরিক অর্থেই দুর্লভ। এমনই তার দাপট যে, সব খবর তার গুরুত্ব আর প্রাসঙ্গিকতা––দুটোই হারিয়ে হয় ভেতরের পাতায় ঠাঁই পায়, নয়তো এক কোণে সংকুচিত। সবটুকু আলো শুঁষে নিয়ে চলে যায় বিশ্বফুটবল-ধামাকা। অলিম্পিক গেম্‌স্ ছেড়ে দিলে এই গ্রহে যার জুড়ি মেলেনা।

তাই বিশ্বফুটবল নিয়ে বাঙালির এই মাতামাতি বাঁকা চোখে কে দেখবে ? দশটা পাঁচটা অফিস-ঠেলা 'ডেলি পাষন্ড' মধ্যবিত্ত ভেতো বাঙালি এই ক'টা দিন বিশ্বফুটবলকে আঁকড়ে ধরে নতুন ক'রে বাঁচার রসদ তো পেল ! বারো ঘর এক উঠোন ভাড়াটে-বাঙালির একঘেয়ে জীবনে এসে পড়লো বাইরের এক চিলতে ঝলমলে রোদ্দুর ! এর মূল্যই বা কম কী ! ব্রাজিলের ঐরকম হেনস্তার পর বিশ্বকাপ-টা মেসির হাতে উঠলেই ভাল হ'ত বেশি ! তা, সব আশা কি পূর্ণ হয় ! খেলাটার নাম তো ফুটবল !

বাঙালির এই এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। তার হুজুগ প্রিয়তা। তার আবেগ। সময় অপচয় করার ক্ষমতা ও বে-হিসেববীপণা। ঠিক বিশ্ব ফুটবল নিয়ে যেমনটি। ব্রাজিলের জন্য তারা গলা ফাটায়। মেসির ফুটবল ম্যাজিককে কুর্ণিশ করে নেইমারের শিরদাঁড়া ভাঙলে হাহাকার করে ওঠে। মারাদোনা-মেসির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে চায়ের কাপে তুফান তোলে। এই না হ'লে বাঙালি !

বিশ্বকাপ তো শেষ হ'য়ে গেল কিন্তু তার মৌতাত তো শেষ হ'ল না। এক সময় সব কিছু থিতিয়ে গেলে, বাঙালি আবার ফিরবে তার নিজস্ব চেনা ছন্দে। সেই অলস আরামপ্রিয় জীবন ? পর নিন্দা ? পরচর্চা ? অপরের সর্বনাশ হ'লে দূর থেকে মুচকি হাসা ? ধ্যুস। ও-সব ভেবে লাভ কী রে ভাই! বাঙালি ফিরবে তার বাঙালিত্বে। ব্যস। খেল্ খত্‌ম।।

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত উন্নতমানের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-ফল ও কাঠের চারা গাছের বিপণন আমরা শুরু করেছি। আগ্রহী সকল প্রকার চাষিবন্ধু ও পুষ্পপ্রেমীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের ঠিকানা ঃ

পার্থকমল সবুজশ্রী

একটি উন্নতমানের বিশ্বস্ত নার্সারী প্রতিষ্ঠান

সাং - হরিদাসনগর (কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলের পার্শ্বে)

পোঃ+থানা রঘুনাথগঞ্জ ✧ জেলা মুর্শিদাবাদ ✧ পিন-৭৪২২২৫

ফোন নং - 7797943802 / 8942908114 / 7797110047

তৃণমূলে রদবদল ..... (১ পাতার পর)

এই রদবদল বলে জানা যায়। সেখ মহঃ ফুরকান বা মুক্তিপ্রসাদ ধর কেউই এই রদবদল থেকে বাদ যাননি। জেলা উপদেষ্টা কমিটির একজন সদস্য হিসেবে নাকি সেখ মহঃ ফুরকানকে রাখা হয়েছে। এলাকার কর্মীরা জঙ্গিপুরের এই রদবদলে দায়ী করছেন এই কেন্দ্রের পরাজিত লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী হাজি সেখ নুরুল ইসলামকে। এই হঠকারিতার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা নুরুল হাজির কুশপুত্তলিকা দাহ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জঙ্গিপুর পারের একজন সক্রিয় কর্মী দুঃখের সঙ্গে জানান –'গত পুর নির্বাচনে ১৭নং ওয়ার্ড ছাড়া কোন ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী দিতে পারেনি। কংগ্রেস বা সিপিএম ছেড়ে আমরা তৃণমূলে যোগ দিতে গিয়ে পদে পদে বাধা পাই। আমাদের উপর শারীরিক নির্যাতনও চালানো হয়। এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আমরা তৃণমূল ছাড়িনি। ১০, ১১নং ওয়ার্ডে তৃণমূলের সংগঠন জোরদার হয়েছে। বেনো জলের ঢেউয়ে আজ আমরা ফালতু হয়ে যাচ্ছি।' ক্ষোভের সঙ্গে কর্মীটি আরো জানান – 'মমতা ব্যানার্জীর এলাকা ভবানীপুরে বিজেপি বেশী ভোট পেল। এখানে কেন কৈফিয়ত নেই ? এই দ্বিচারিতায় পার্টির ভাবমূর্তি কতদিন ঠিক থাকবে ?'

প্রিন্সিপ্যালের পেনশন ..... (১ পাতার পর)

তৈরী বাবদ ৩০ লক্ষ টাকার হিসাব দাখিল করেন। অথচ কোন্ বিল্ডিং তৈরীর জন্য এই টাকা লেগেছে তার কোন জবাব দিতে পারেননি। প্রিন্সিপ্যালের এই ধরনের দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণ গভঃ বডির সদস্য বিকাশ নন্দ ডি.পি.আই, শিক্ষা মন্ত্রী, রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়ে তদন্তের দাবী জানান কয়েক মাস আগে। গত ৮ জুলাই কলেজ গভঃ বডির এক সভা হয়। সেখানে প্রিন্সিপ্যালের পেনশন নিয়ে কথা ওঠে। এর আগে প্রিন্সিপ্যালকে গত তিন বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব গভঃ বডির কাছে পেশ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তা নাকি দিতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে গভঃ বডির প্রেসিডেন্ট ভজন সরকার জানান – ২০১০ পর্যন্ত কলেজে অডিট হয়। আমরা ডেলি এ্যাকাউন্ট অপ-টু-ডেট করতে বলেছিলাম। কিন্তু তা হয়নি। প্রিন্সিপ্যালের বার বার তাগিদে কলেজ থেকে একটা একাউন্ট স্টেটমেন্ট খাড়া করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে ডঃ শোকরানা মন্ডলকে ফিনান্সিয়াল দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয়া যায় কিনা চিন্তাভাবনা চলছে। এ প্রসঙ্গে ভজনবাবু আরো জানান – এখন থেকে আমারা ক্যাজুয়াল কর্মী ৬ মাসের মেয়াদে নেব। মেয়াদ শেষ হলে তখন আবার এ্যাড দিয়ে নতুন লোক নিয়োগ করা হবে। ক্যাজুয়াল কর্মীদের পেমেন্ট কলেজ ফান্ড থেকে প্রত্যেক মাসে প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

জঙ্গিপুরের পুরাকথা ..... (২ য় পাতার পর)

তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন--যত দিন জগতের সমস্ত প্রাণী দুঃখ হতে মুক্তি লাভ না করবেন ততদিন তিনি সবার মুক্তির জন্য কাজ করে যাবেন, নির্বাণে প্রবেশ করবেন না। তাই তো তিনি অলোকিতেশ্বর পরম করুণিক লোকনাথ। স্মরণে আসে সেই ব্রাহ্মণ্য বাণী--সম্ভবামি যুগে যুগে। মনে আসে বুদ্ধের পাঁচ শত বৎসর পরের যিশুখ্রিস্টের কথা--'আমি জীবন এবং আমিই পুনরুত্থান'। ভাবতে ভালো লাগে, ধর্ম সাম্প্রদায়িক গুরুরা যতই গণ্ডি টেনে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করুন সাধারণ মানুষের মনে জন্মাচ্ছেই সমন্বয়ী সংস্কৃতি।

পাল যুগে যে সব পাথরে খোদাই প্রতিমা বা মূর্তি পাওয়া গেছে তা মহকুমার অন্যত্রও দেখা গেছে। সুতি থানার মহেশাইল গ্রামের কাছে জীয়ৎকুড়ি গ্রাম। সেখানে যে জলাশয় বা কুণ্ড আছে তার ইতিহাস বা লোকপ্রবাদ গৌড় বঙ্গের কথা জানান দেয়। কিন্তু এখানে সেই প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। আর আছে কুন্ডর উত্তর পাড়ে এক বটগাছের তলায় চারটি মূর্তি খোদিত একখানা লম্বাটে চারকোণা প্রস্তর ফলক। সেই ফলকের ফটো আছে ১৯৬৩ সনে প্রকাশিত জঙ্গিপুর গ্রন্থমেলা স্মারকগ্রন্থে ৭০ পৃষ্ঠায়। কিন্তু এখনও কি তা সেখানে রক্ষিত ?

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। পাল যুগের পর সেন যুগেও অনুরূপ অনেক মূর্তি নির্মিত হয়। কিন্তু তার কোনটি পাল যুগের আর কোনটি সেন যুগের সেটা নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও সহজ নয়। যাই হোক, এই মহকুমার ও মহকুমা সংলগ্ন নানা স্থানে প্রাপ্ত এই সব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমাণ করছে এখানকার ইতিহাসের প্রাচীনতা। আরও কিছু উদাহরণ দেয়া হবে ক্রমে এই আলোচনাকে সমৃদ্ধ ও প্রামণ্য করতে। .....(চলবে)

ছাত্র মৃত্যু ..... (১ পাতার পর)

ফেরেনি। স্কুল কর্তৃপক্ষের কথা – বেশ কয়েকদিন থেকে ওরা স্কুলে অনুপস্থিত। সম্ভাব্য জায়গায় খোঁজ করে কোন হদিশ না পেয়ে বাড়ীর লোক থানায় অভিযোগ জানান। ২০ জুলাই মির্জাপুরে অবস্থিত সাগরদীঘি থার্মাল প্ল্যান্টের এ্যাশ পন্ডে ভেসে ওঠা দুটি বিকৃত দেহ পুলিশ উদ্ধার করে। নিছক জলে ডুবে মৃত্যু বলে পুলিশ জানায়। এখানে অন্য কোন গল্প নেই বলে রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি. দাবী করেন। অন্য সূত্রে জানা যায়, এরা বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হয়ে দীর্ঘদিন স্কুল কামাই করত। ঘটনার দিনও স্কুল না গিয়ে সাইকেল নিয়ে বাড়ী থেকে বার হয়ে যায় দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিভিন্ন নেশায় আসক্ত যুবকের সংখ্যা শহরে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে বলে অভিযোগ করেন মৃত দুর্গাদাসের জ্যাঠামশাই। ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় পত্রিকা দপ্তরে এসে তিনি শহরের যুব গোষ্ঠীর অবক্ষয়ের কথা আক্ষেপের সঙ্গে আমাদের জানান। তাঁর নিকটজনের চালচলন নিয়েও দুঃখপ্রকাশ করেন। এই সর্বনাশা আবহাওয়া থেকে যুবগোষ্ঠীকে বাঁচাতে পুলিশ ও প্রশাসনকে নড়েচড়ে বসতে ও সংবাদপত্রে লেখালেখি করতে অনুরোধ জানান বারবার।

ঈদলফেতর ..... (১ পাতার পর)

তার জন্য পুলিশ টহলের ব্যবস্থা, ফুলতলা ট্রাফিক মোড়ে বা ব্রীজের মুখে মানুষের জটলা না থাকে তার ব্যবস্থা, উৎসব উপলক্ষে রাস্তার উপর গেট তৈরী করলে তার উচ্চতা যেন ১৩ ফুটের কম না হয়, আকস্মিক দুর্ঘটনায় ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি যাতে কোনরকম বাধা না পায়, উৎসব উপলক্ষে মসজিদ বা ঈদগাহা আলোকিত করতে হুকিং করে যাতে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো না হয় বা অতিরিক্ত লোডে ট্রান্সফর্মারের কোন ক্ষতি না হয় সেগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। বাইরে থেকে আনা কষ্টার্জিত পয়সা যাতে এখানে এসে মদ, জুয়োতে না চলে যায় তার ব্যবস্থা নিতে আই.সি.কে এলাকার প্রতিনিধিরা অনুরোধ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ..... (১ পাতার পর)

আলোচনা হয়। শিক্ষক–অশিক্ষক কর্মীরা এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কলাবিভাগের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে কিছু আসন বাড়ানোর জন্য প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য, গত ১২ জুন অনার্সের আসন বাড়ানোর আবেদন নিয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলারের সাথে দেখা করেন জঙ্গিপুর কলেজের গভঃ বডির সদস্যদের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। কন্ট্রোলার কোনমতেই আসন বাড়াতে রাজী হন না। শেষে বিশেষ অনুরোধে কলেজের পরিকাঠামো দেখতে প্রতিনিধিদল পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রতিনিধিদল সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে গেলেন।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।